Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী আরিফা

রোলঃ 215001112216

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

কাজী আরিফা

রোলঃ 215001112216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজী আরিফা, আইডিঃ 215001112216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

কাজী আরিফা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

কাজী আরিফা

আইডিঃ 215001112216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5
মসজিদের শাব্দিক অর্থ :...6
মসজিদের পারিভাষিক অর্থ:..6
মসজিদের গুরুত্ব : 8
মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফযিলত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস : 14
মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফযীলত:...21
মসজিদ সংস্কারের গুরুত্ব:..26
মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি :..30
মসজিদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কিছু ফতোয়া:..34
উপসংহার: 39
রেফারেন্স: 41

ভূমিকা:

আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত দ্বীন হলো ইসলাম। ইসলামের ভিত্তিসমূহের মধ্যে ঈমানের পরেই স্বলাতের অবস্থান। স্বলাত আদায়ের অন্যতম স্থান হলো মসজিদ। মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে মসজিদ। মসজিদ মানে সেদজার স্থান, সেজদার জায়গা। সেজদা মানে ইবাদত, মসজিদে মানে ইবাদতের ঘর। রসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় গিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নামায পড়তেন, দীনি বিষয়ে মোজাকারা করতেন, মসজিদ থেকেই দাওয়াত ও জিহাদের কাজকাম করতেন। তখন মসজিদে অনেক সামাজিক কাজও করা হতো।

মসজিদের মর্যাদা মুসলমানদের হৃদয়ের মণিকোঠায় সবসময় বিরাজমান। প্রত্যেকটি মুসলিমের হৃদয়ে মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে। মসজিদ ইসলাম ও মুসলমানদের শিআর এবং পরিচয়। কোনো জনপদে গিয়ে মসজিদ দেখতে পেলে আমাদের হৃদয় জুড়িয়ে যায়। কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মসজিদ থাকা মানে সেখানে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে। মসজিদ একটি প্রতীক। মুসলমান ও ঈমানদারদের আবাসভূমির প্রতীক। ঈমান ও ইসলামের প্রতীক। মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার ফজিলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

মসজিদের শাব্দিক অর্থ :

যদি মসজিদ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের জন্য নির্মিত বিশেষ স্থান হয়, তাহলে এর বহুবচন مساجد মাসাজেদ। আর যদি মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য কপাল রাখার স্থান হয়, তাহলে শব্দটির জিম যবর বিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ সেজদা করার স্থান |

মোটকথা, মসজিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: সেজদা করার স্থান।

পরবর্তীতে এ শব্দের অর্থ ব্যাপকতা লাভ করে এর অর্থ হয়, ঐ ঘর যে ঘরকে মুসলিমদের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।

আল্লামা যরকশি রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সালাতের কর্মসমূহের মধ্য হতে সেজদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হওয়াতে সালাত আদায়ের স্থানের নামকে সেজদা থেকেই নেয়া হয়েছে। এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ مسجد বলা হয়ে থাকে মারকা مركع বলা হয় না। তারপর বর্তমানে মসজিদ শব্দটি সালাতের জন্য নির্মিত স্থানের সাথেই খাস। এ কারণেই লোকেরা ঈদের সময় সালাত আদায়ের জন্য ঈদ গাহে একত্র হয়; কিন্তু তাকে মসজিদ বলে না।

মসজিদের পারিভাষিক অর্থ:

স্থায়ীভাবে স্বলাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ বলে। শরিয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের মূল অর্থ হল, ভূ-খন্ডের এক টুকরো জায়গা যেখানে আল্লাহর জন্য সেজদা করা হয়। কারণ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"وجعلت لي الارض مسجدًا وطهورًا،فيُّما رجل من امّتي ادركته الصلاة،فليصلِّ"

“আমার জন্য জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে যেখানেই স্বলাত পেয়ে থাকে সে যেন সেখানে স্বলাত আদায় করে নেয়।”‘

এটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য। তার পূর্বে যারা নবী ছিলেন,তাদের সব স্থানে স্বলাত আদায় করার অনুমতি ছিলো না, তাদেরকে শুধু গির্জা ও উপাসনালয়ে স্বলাত আদায় করতে হত।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস দ্বারা ও বিষয়টি প্রমানিত, তিনি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, রসূল সল্লাল্লাহ ওয়াসাল্লাম বলেন, وا ينما ادركتك الصلاة “

فصلّ,فهو مسجد যেখানেই তোমাকে স্বলাত পেয়ে বসে, তুমি স্বলাত আদায় কর, এটিই মসজিদ"।

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, শরীয়ত যে সব স্থানে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছে যেমন- কবরস্থান, নাপাক-স্থান, ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থান ইত্যাদি ছাড়া বাকী সব জায়গায় স্বলাত আদায় করা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে যে কোন কারণেই হোক যে সব স্থানে রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যেমন- উট বাঁধার স্থান, মানুষের চলাচলের স্থান, গোসলখানা ইত্যাদি সে সব স্থানে স্বলাত আদায় করা যাবে না।আর জামে’ হলো মসজিদের একটি গুন। এই নামে নামকরণ করার কারণ হলো মসজিদ মুসল্লিদের একত্র করে বা মসজিদে মুসল্লিরা একত্র হয়। অথবা মসজিদ হলো লোকজনের একত্র হওয়ার আলামত। এ কারণেই মসজিদকে জামে’’ মসজিদ বলা হয়ে থাকে। যে মসজিদে জুমুআ’’র স্বলাত আদায় করা হয় সে মসজিদেও জামে মসজিদ বলা হয়। যদিও মসজিদ ছোট হয়। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে এ মসজিদটি মানুষকে একত্র করে।

মসজিদের গুরুত্ব :

মসজিদের গুরুত্ব, সম্মান ও ফযিলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে আঠারো স্থানে মসজিদের আলোচনা করেন। আল্লাহর কাছে মসজিদের মহান মর্যাদার কারণে তিনি মসজিদকে নিজের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। আর আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত বিষয়গুলো দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: এমন কিছু সিফাত যেগুলো নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়েম হতে পারে না। যেমন- ইলম, কুদরত, বক্তব্য, শ্রবণ ও দৃষ্টি। এগুলো হল, গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে গুণান্বিত সত্তার সাথে সম্পর্কিত করা। সুতরাং আল্লাহর ইলম, কুদরত, হায়াত, চেহারা, হাত সবই আল্লাহ সিফাত। আল্লাহর কোন
মাখলুক এ সব গুণে তার সদৃশ হতে পারে না। এ সব গুণগুলো সাথেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় প্রকার: এমন কতক বস্তুকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা যেগুলো তার থেকে আলাদা। যেমন- ঘর, উট, বান্দা, রাসূল, রূহ ইত্যাদি। এটি হল, মাখলুকের সম্মন্ধ তার খালেকের দিকে। তবে আল্লাহর সাথে এ ধরনের সম্মন্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে এমন বিশেষত্ব ও সম্মানের অধিকারী করে থাকে যা অন্য বস্তুর তুলনায় স্বতন্ত্র ও আলাদা। আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে তার নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন যা সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ বলে বিবেচিত।" আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِها

"আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তার নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে?"

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْم

"একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে।"

وَأَنَّ الْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) [الجن

"আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না"।

সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি ধুলা-কণার মালিক, খালেক ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও, মসজিদের বিশেষ মর্যাদা ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ, মসজিদ বেশ কতক ইবাদাত-বন্দেগী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নির্মাণ করা হয়। মসজিদ আল্লাহর জন্য,আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। যেমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদের যেসব ইবাদাত তার জন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন, সে ইবাদাতগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য করা বৈধ নয়, অনুরূপভাবে মসজিদও আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য বানানো বৈধ নয়। এমনই একটি সম্মন্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থাপন করেছেন, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর ঘরের সম্মান। যেমন তিনি বলেন,

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده

“আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা ও শিক্ষা করার জন্য যখন কোন সম্প্রদায় একত্র হয়, তাদের উপর শান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং আল্লাহ তা'আলা তার যে সব ফেরেশতা আছে, তাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন। “

মসজিদের ফযিলত ও মর্যাদার আরও প্রমাণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزيز) [الحج: ٤٠]

"আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহু-দীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী"।

আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদের বিধান রাখা হয়েছে। আর মসজিদসমূহ হল, জমিনে সর্বোত্তম স্থান যেখানে আল্লাহর নামকে সমুন্নত রাখা হয়, তাওহীদের কালিমা উচ্চারণ করা হয় এবং শাহাদাতাইনের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয- সালাত তাতে আদায় করা হয়। এ কারণেই মসজিদের সম্মান রক্ষা করা ও মসজিদ অবমাননা কারীদের প্রতিহত করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ) [الحج: ٤٠]

"আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন"।

ইমাম ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে উত্তম কথা হল, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়ে দেন- যদি তিনি মানুষকে মানুষের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তাহলে উল্লেখিত স্থানসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। আর আল্লাহ তা'আলা কতক মানুষ দ্বারা কতককে ধ্বংস করার অপর অর্থ হল, মুসলিমদের মাধ্যমে মুশরিকদের প্রতিহত করা। প্রতিহত করার অপর অর্থ হল, যারা ক্ষমতাশীল তাদের মাধ্যমে তাদের প্রজাদের জুলুম অত্যাচার করা হতে প্রতিহত করা। প্রতিহত করার

অপর অর্থ হল, যারা অন্যের হক বা অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার অনুমতি দেন, তাদের প্রতিহত করা...।"

ইমাম ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহু বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা এক সম্প্রদায় থেকে অপর সম্প্রদায়ের লোকদের জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অনাচারকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে জমিন ধ্বংস হয়ে যেত এবং শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদের নিষ্পেষিত করে দিত।

ইমাম বগবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা জিহাদের মাধ্যমে এবং হদ কায়েম করার মাধ্যমে মানুষকে দমিয়ে না রাখতেন, তাহলে প্রতিটি নবীর শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। মুসা আ. এর যুগে গির্জা ধ্বংস করা হত, আর ঈসা আ. এর যুগে খৃষ্টানদের উপাসনালয় এবং মহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মসজিদসমূহ ধ্বংস করা হত।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর তা'আলার বাণী- يُذْكَرُ فِيهَا اسم الله তে হা সর্বনামটি মসজিদসমূহের দিকে ফিরছে। কারণ, সেটিই এখানে সর্বাধিক নিকটে। ইমাম ইবনে জারির রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উত্তম কথা হল, যে ব্যক্তি এ কথা বলে, এর অর্থ হল, 'রুহবান বা পাদ্রীদের আশ্রম, খৃষ্টানদের উপাসনালয়, ইয়াহুদীদের গির্জা ও মুসলিমদের সেই মসজিদসমূহ যেখানে অধিকহারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তা ধ্বংস হয়ে যেত'।"

যে ব্যক্তি মসজিদসমূহের পক্ষে লড়াই করে এবং আল্লাহর দ্বীনকে সহযোগিতা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) [الحج(٤٠ :

"আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান"।

তারপর আল্লাহ তা'আলা যারা সহযোগিতা করে, তাদের প্রশংসা করে বলেন,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ الْأُمُورِ) [الحج[٤١ :

"তারা এমন যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে"।

মসজিদের গুরুত্ব ও ফযিলত অধিক হওয়ার কারণে, মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়াকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বড় অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسجِدَ اللهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، وَسَعَى فِي خرابها) [البقرة[١١٤ :

"আর তার চেয়ে অধিক জালেম কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তার নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান করতে চেষ্টা করে?

মনে রাখতে হবে, ইসলাম পূর্ব যত দ্বীন বা শরীয়ত দুনিয়াতে এসেছিল, ইসলামের আগমনের পর এগুলো সব রহিত হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী লোকদের দ্বীন ও ধর্ম রহিত হওয়াতে তাদের গির্জা, উপসনালয় ও সকল ইবাদাতগৃহ আবাদ করাও বন্ধ করতে হবে। এখন শুধু মাত্র মুসলিমদের মসজিদসমূহই অবশিষ্ট আছে। সুতরাং, এখন শুধু

মসজিদ সমূহের মান-মর্যাদা ও সম্মানকে সমুন্নত রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) [النور[٣٦ :

"সে সব ঘরে, যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম যিকর করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। 26 আল্লাহই সাহায্য কারী"।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা ছিল মসজিদ নির্মাণ। কেননা, এক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র মসজিদকে ঘিরে সমস্ত মুসলমানদেরকে একই কেন্দ্রবিন্দুতে সমবেত করা, যেখানে থাকবে না কোন বৈষম্য ও ভেদাভেদ। আরবের জাহেলী প্রথাসমূহের অবসান ঘটবে এবং সবাই একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। সেখানে থাকবে না কোন ধনী-গরীব, বর্ণ বৈষম্য কিংবা গোত্রজ পরিচয়। মসজিদে সবার একই পরিচয়, তা হচ্ছে তারা সবাই আল্লাহর বান্দা। সবাই একই আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয় এবং এক ও অভিন্ন নিয়মে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়। যেমনভাবে সূরা ফাতিহাতে বর্ণিত হয়েছে, ।" (হে আল্লাহ!) আমরা তোমারই উপাসনা করি এবং তোমার থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" অর্থাৎ, মসিজদে গমণকারী প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান একমাত্র মহান আল্লাহকে ইবাদত ও উপাসনার উপযুক্ত মনে করে। সূরা ফাতিহা: ৫।

এবং শুধুমাত্র তার নিকটই সাহায্য কামনা করে। তারা আদৌ আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য স্বীকার করে না। আমাদের সমাজে একশ্রেণীর মানুষ আছে যারা বাহ্যিকভাবে আল্লাহর উপাসনা করলেও গোপনে অনেক প্রতাপশালী ও পরাশক্তিকে নিজেদের প্রভু মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদাররা কখনও একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু মনে করতে পারে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, "মানুষের মধ্যে

কতিপয় লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের তাঁর সদৃশ (সমকক্ষ) গ্রহণ করে থাকে (এবং) আল্লাহর প্রতি যেমন প্রীতি রাখা প্রয়োজন তেমন প্রীতি তাদের সাথে রাখে। তবে যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর প্রতি তীব্র ভালবাসা পোষণ করে। সূরা বাকারা: ১৬৫"

মু'মিন ব্যক্তি কখনও আল্লাহর ন্যায় অন্য কাউকে ভক্তি ও ভালবাসতে পারে না। কেননা, এ সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের নিশানা মাত্র। সবকিছুরই উৎসমূল ও দাতা হলেন তিনি। আর আমাদের অস্তিত্বও তার প্রতি মুখাপেক্ষী।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফযিলত সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস :

এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদিস বর্ণিত, যেগুলো মসজিদ বানানো ও মসজিদ আবাদ করার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وإنما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الآخر) [التوبة(:

"একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে"। "
(সূরা -তাওবা, আয়াত: ১৮)

মসজিদসমূহের আবাদ মসজিদ বানানো, পরিষ্কার করা, মসজিদে বিছানা বিছানো ও মসজিদ থেকে নাপাকী দূর করা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্ম দ্বারা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মসজিদে সালাত আদায়, সালাতের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া, মসজিদে শিক্ষা দেয়া, শিক্ষা নেয়া ইত্যাদির জন্য বার বার মসজিদে গমন করা দ্বারাও মসজিদ আবাদ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আরও যত ধরনের ইবাদাত যা কেবলই আল্লাহর জন্য করা

হয়ে থাকে সে সবের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করা। আর যাবতীয় সব ইবাদাত-বন্দেগী আল্লাহর জন্যই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وأن المسجد لله فلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ( ) [الجن]:

"আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না"। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والاصال . رِجَالٌ لا تلهيهم بجرة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب وَالْأَبْصَر لتحربهم الله أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) [النور[٣٦، ٣٨ :

"সে সব ঘরে, যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম জিকির করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ করে সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। যেন আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেন উত্তম প্রতিদান ঐ আমলের যা তারা করেছে এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক প্রদান করেন।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী-(أذن الله أن ترفع) এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা মসজিদ বানানো, সমুন্নত রাখা, আবাদ করা ও পবিত্র করার নির্দেশ দেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হল, মসজিদের জিম্মাদারি গ্রহণ করা, ময়লা আবর্জনা, যে সব কথা বাকাজ মসজিদে করা উচিত নয় তার থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখা।" ইমাম তাবারী রাহিমাহুল্লাহু বলেন,(أذن الله أن ترفع) কথার অর্থ হল, আল্লাহ ঘরকে বানানোর নির্দেশ দেন। আবার কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর ঘরকে সম্মান করার নির্দেশ দেন। তিনি আবার প্রথম ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, দুটি ব্যাখ্যার মধ্য হতে উত্তম ব্যাখ্যা

আমার নিকট যে কথা মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা মসজিদকে উঁচু করে নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

وإِذْ يَرْفَعُ إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل

"আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবার ভিতগুলো উঠাচ্ছিল"।" কারণ, ঘর ও নির্মাণ কাজে সমুন্নত রাখার অর্থ অধিকাংশ সময় এটিই হয়ে থাকে।
আল্লামা সা'দী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী في بيوت أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها أسمه আয়াতটি মসজিদের বিধানসমূহের সামগ্রিক একটি চিত্র। ফলে মসজিদ বানানো, মসজিদ পরিস্কার করা, মসজিদ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো, মসজিদকে পাগল ও ছোট বাচ্চা যারা নাপাক থেকে সতর্ক থাকে না, তাদের থেকে হেফাযত করা, কাফের-মুশরিক থেকে রক্ষা করা, মসজিদে খেল- তামাশা করা হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহর জিকির ছাড়া বড় আওয়াজ করা হতে বিরত থাকা সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত"। আমর ইবনে মাইমুন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ادركت اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم، وهم يقولون: المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره.

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের বলতে দেখেছি, তারা বলেন, মসজিদসমূহ আল্লাহর আল্লাহর ঘর। যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহ যিয়ারত করে তার সম্মান করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব। "

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ বানানো বিষয়ে মানুষকে উৎসাহ দেন এবং তাদের নছিহত করেন। যেমন, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من بنى مسجداً ، قال بكير حسبت أنه قال: " يبتغي به وجه الله » « بنى

الله له مثله في الجنة.

"যে ব্যক্তি একটি মসজিদ বানায়", বুকাইর বলেন, আমার বিশ্বাস তিনি বলেছেন, 'তার দ্বারা সে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে', আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য অনুরূপ বানাবেন"। মুসলিম শরিফে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ا من بنى مسجداً لله ، قال بكير حسبت أنه قال: « يبتغي به وجه الله تعالى، بنى الله له بيتاً في الجنة.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানায়", বুকাইর বলেন, আমার বিশ্বাস তিনি বলেছেন, 'তার দ্বারা সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশা করে' আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানাবেন"।"

হাদিসটির ব্যাখ্যায় আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী]من بنى مسجدا[ً -তে মসজিদ শব্দটি নাকিরা ব্যবহারের কারণ, ব্যাপক অর্থ বুঝানো। সুতরাং, ছোট মসজিদ ও বড় মসজিদ সবই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من بني الله مسجداً صغيراً أو كبيراً بنى الله له بيتاً في الجنة.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানায় ছোট হোক বা বড় হোক, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘরবানাবেন"।" আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من بني الله مسجداً ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة(

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি ঘর বানায় যদিও সেটি একটি পাখির বাসার সমান হয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন"।"

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহু বলেন, অধিকাংশ আলেমগণ কথাটিকে 'মুবালাগা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ, যে জায়গাটিতে পাখি তার ডিম রাখা ও তাপ দেয়ার জন্য তালাশ করে, তা সালাত আদায় করার জন্য যথেষ্ট নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, কথাটি দ্বারা বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি মসজিদের প্রয়োজনে উল্লেখিত পরিমাণ জায়গা মসজিদের জন্য বাড়াল অথবা একটি মসজিদ নির্মাণে একাধিক লোক অংশ গ্রহণ করল এবং প্রতিটি ব্যক্তির অংশ উল্লেখিত পরিমাণ হল, তাহলে সেও এ পুরস্কারের অধিকারী হবেন। এ অর্থ তখন যখন মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আমরা মসজিদ বলতে যা বুঝি অর্থাৎ যে ঘরকে সালাত আদায় করার জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে। আর যদি মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য শাব্দিক অর্থ- কপাল রাখার জায়গা হয়ে থাকে, তা হলে উল্লেখিত কোন ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী দ্বারা বুঝা যায়, বাস্তব মসজিদ। কারণ, উম্মে হাবীবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি ঘর বানায়- এ কথারই সমর্থন করে। আল্লামা সামাওয়াইহি রাহিমাহুল্লাহু তার ফাওয়ায়েদ কিতাবে হাসান সনদে এ হাদিসটি উল্লেখ করেন। তবে অন্য কেউ একে রূপক অর্থে ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ, প্রতিটি বস্তুর নির্মাণ তার হিসাব অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমরা আমাদের সফরের পথে অনেক ছোট ছোট

মসজিদ দেখেছি। অনেক মসজিদ এমন আছে যেগুলোতে সেজদার জায়গা ছাড়া আর কোন জায়গাই নাই।

ইমাম বাইহাকী রাহিমাহুল্লাহু শুয়াবুল ঈমানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তাতে তিনি এ কথাটি বৃদ্ধি করেন, 'আমি বললাম রাস্তায় যে সব মসজিদগুলো দেখা যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইমাম তাবরানী রাহিমাহুল্লাহু আবু করসাফা হতে অনুরূপ একটি হাদিস বর্ণনা করেন। উভয় হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ।

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী من بنى • مسجداً الله এর অর্থ, মসজিদ বানানোর উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করা। " আল্লামা ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহু আল্লামা ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহু হতে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, তাতে তার নাম লিপিবদ্ধ করে, সে এখলাস হতে অনেক দূরে সরে যায়। আর যে ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে মসজিদ নির্মাণ সে কখনো এ সাওয়াব পাবে না। কারণ, তার কোন ইখলাস নাই। যদি তার ইখলাস অনুযায়ী তাকে কিছু সাওয়াব দেয়া হবে। তার মধ্যে পরিপূর্ণ ইখলাস না থাকায় সে পুরো সাওয়াব পাবে না। আর পরিপূর্ণ ইখলাস তখন সাব্যস্ত হবে যখন সে কোন বিনিময় গ্রহণ করবে না।

ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- بنى الله له مثله في الجنة এর অর্থ সম্পর্কে আল্লামা কুরতবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা তার মসজিদ বানানোর সাওয়াব দ্বারা মহান, সম্মানিত ও উচ্চমানের একটি ঘর বানাবে। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী- (مثله) এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক: আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি ঘর বানাবে। কিন্তু ঘরটি কত বড় হবে এবং এর সৌন্দর্য যে কত বেশী হবে, সে সম্পর্কে আমাদের কারো অজানা নয়। অর্থাৎ, দুনিয়ার কোন চোখ তা দেখতে পায়নি এবং কোন মানুষের

অন্তর তা কখনো চিন্তা করেনি। দ্বিতীয়: এ কথার অর্থ, ঐ ঘরের ফযিলত জান্নাতের অন্যান্য ঘরসমূহের তুলনায় এমন হবে, যেমন দুনিয়াতে অন্যান্য ঘরের উপর মসজিদের ফযিলত অনেক বেশি।

হাফেয ইবনে হাজর রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এ কথার সন্তোষজনক উত্তরের মধ্যে আরেকটি হল, এখানে 'অনুরূপ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল সংখ্যা। অর্থাৎ একটি মসজিদ বানালে তার জন্য একটি ঘর বানানো হবে। আর ঘরটি কেমন হবে, তা হল তার নিয়ত ও ইখলাসের সাথে বিবেচ্য। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় একটি ঘর দশটি ঘর হতে এমনকি একশটি ঘর হতেও উত্তম। ইমাম নববীর মতে এটি হল প্রথম অর্থ। আর সুবিশাল জান্নাতের ঘর আর সংকীর্ণ দুনিয়ার ঘরের মধ্যে নিঃসন্দেহে বলা যায় আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকবে। কারণ, জান্নাতের এক বিঘাত জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব হতে উত্তম।" আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه أو مسجداً بناء، أو بيتاً لابن السبيل بناء أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته

"একজন মুমিনের মৃত্যুর পর তার নেক আমল ও নেকীসমূহ যা তার সাথে সম্পৃক্ত হবে, তা হল, যে ইলম সে শিক্ষা দিয়েছে এবংপ্রসার করছে। আর যে সব নেক সন্তান সে দুনিয়াতে রেখে গেছে এবং কুরআনের মুসহাফ সে রেখে গেছে অথবা কোন মসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা মুসাফিরদের জন্য কোন ঘর বানিয়েছে, অথবা কোন একটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেছে বা তার স্বীয় সম্পদ হতে তার সুস্থ থাকা অবস্থায় বা জীবদ্দশায় দান খয়রাত করেছে, যা তার মৃত্যুর পর তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফযীলত:

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমন-

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ:

নবীদের অন্যতম কাজ হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা ও তা আবাদ করা। যেমন-

(এক) আদম (আঃ):

কা'বা ঘর প্রথম ফেরেশতারা নির্মাণ করেন। অতঃপর আদম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা নির্মাণের ৪০ বছর পর আদম (আঃ) অথবা তাঁর কোন সন্তানের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করা হয়।

(দুই) ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) :

প্রথম রাসূল নূহ (আঃ)-এর সময় প্লাবনে বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে ইবরাহীম (আঃ) তা পুনঃনির্মাণ করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِك بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السجود

'(আর স্মরণ কর) যখন আমরা ইব্রাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার এ গৃহকে তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাত কায়েমকারীদের জন্য এবং রুকু- সিজদাকারীদের জন্য

পবিত্র রাখ' (হজ্জ ২২/২৬)। ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم '

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর ভিত্তি উত্তোলন করেছিল, তখন তারা প্রার্থনা করেছিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের পক্ষ হ'তে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'
(বাক্বারাহ ২/১২৭)।

(তিন) দাউদ (আঃ):

ইয়া'কুব (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাযার বছর পর দাউদ (আঃ) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আঃ) এর কাজ সমাপ্ত করেন। [3] আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْن

'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন তার মৃত্যুর খবর জিনদের কেউ জানায়নি ঘুণপোকা ব্যতীত। যারা সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে মাটিতে পড়ে গেল, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখত, তাহ'লে তারা (বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের) লাঞ্ছনাকর শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকত না' (সাবা ৩৪/১৪)।

(চার) মুহাম্মদ (সা:):

কোবা নামক স্থানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أَسْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِين

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে তাক্বওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেটাই তোমার (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবার যথাযোগ্য স্থান। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' (তওবা ৯/১০৮)।
কোবা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে আল্লাহ জুম'আর ছালাত ফরয করেন। ইয়াছরিবের উপকণ্ঠে পৌঁছে বনু সালেম বিন আওফ গোত্রের 'রানূনা' উপত্যকায় তিনি **১**ম জুম'আর ছালাত আদায় করেন। যাতে একশত জন মুছল্লী শরীক হন। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রথম জুম'আ।

রাসূল (সা:)) মদীনায় গিয়ে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর সাথে তাঁকে সহযোগিতা করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, (মসজিদে নববী নির্মাণের সময়) আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার দু'টো দু'টো করে কাঁচা ইট বহন করছিল। নবী করীম (সা:) তা দেখে তাঁর দেহ হতে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন,وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ 'আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে'।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে। তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবু বকর (রাঃ) এতে কিছু বাড়াননি। অবশ্য ওমর (রাঃ) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি আল্লাহর রাসল (ছাঃ)-এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের

ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। অতঃপর ওছমান (রাঃ) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেয়াল তৈরী করেন নকশী পাথর ও চুন-শুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নকশা করা পাথরের আর ছাদ বানিয়েছিলেন সেগুন কাঠের'। [6]

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য:

নবীদের ন্যায় মুমিনগণও যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (তওবা ৯/১৮)।

(৩) মসজিদ নির্মাণ রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (সা:) নিজে মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতকে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা)রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ببناءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ 'রাসূলুল্লাহ (সা:) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন'।

(৪) মসজিদ নির্মাণ হল স্বদাকায়ে জারিয়া:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا ورثه أو مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান- খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজেরছাওয়ার তার নিকট পৌঁছতে থাকবে'।

(৫) জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম:

জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হ'ল মসজিদ নির্মাণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন'।মসজিদ ছোট হোক বা বড় হোক নিয়ত ঠিক থাকলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। যদিও সেটা পাখির বাসার মত ছোট হয়।

মসজিদ সংস্কারের গুরুত্ব:

'এই ওহিও করা হয়েছে যে, মসজিদগুলো আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে আর কাউকে ডেকো না' (সূরা জিন: ১৮)। মসজিদ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের বক্তব্য (আয়াত) সূরা বাকারা, সূরা আল-ইমরান, সূরা তাওবা, সূরা জিনসহ অনেক সূরাতে রয়েছে। পৃথিবীর প্রথম মসজিদ সম্পর্কে সূরা আল-ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে 'নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো মক্কায় অবস্থিত। উহা বরকতময় এবং বিশ্বজগতের জন্য পথপ্রদর্শক।' পবিত্র কুরআনের এই বর্ণনা মতে, পৃথিবীর প্রথম মসজিদ হচ্ছে বায়তুল্লাহ বা মসজিদুল হারাম। এরপর দ্বিতীয় মসজিদ হচ্ছে মসজিদুল আকসা বা বায়তুল মোকাদ্দাস। তৃতীয়টি হচ্ছে মসজিদে কোবা এবং চতুর্থ মসজিদ 'মসজিদে নববী'। পৃথিবীর প্রথম মসজিদ সম্পর্কে হজরত আবু যর রা: থেকে একটি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। যে হাদিসে বলা

হয়েছে, রাসূল সা:কে জিজ্ঞেস করা হলো হে রাসূলুল্লাহ সা: পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? জবাবে রাসূলে করিম সা: বলেন, আল-মসজিদুল হারাম। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল-মসজিদুল আকসা। এরপর তিনি (আবু যর) জিজ্ঞেস করলেন, এই দুটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত দিনের?

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ৪০ বছরের (মিশকাত)। অর্থাৎ নূহ আ:-এর প্লাবনের পর ইবরাহিম আ: তৈরি করেছিলেন বায়তুল্লাহ বা মসজিদুল হারাম, আর সুলায়মান আ: তৈরি করেছিলেন মসজিদুল আকসা। উভয় মসজিদই তৈরি করেছিলেন সর্বপ্রথম হজরত আদম আ:। আর ইবরাহিম আ: এবং সুলায়মান আঃ নূহ নবীর প্লাবনের পর তা সংস্কার করেছিলেন মাত্র।

মসজিদ তৈরির ইতিহাসে হজরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম মসজিদ তৈরি করেছিলেন মদিনাতে; যার নাম মসজিদে কোবা। এরপর তিনি কেন্দ্রস্থলে তৈরি করলেন মসজিদে নববী।

আল্লাহর নির্দেশে মুহাম্মদ সা: যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন তিনি 'কোবা' নামক পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি মসজিদুল কোবা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন, 'প্রথম দিন থেকে যে মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; হে নবী তোমার জন্য সর্বাধিক উপযোগী সেটিই, যেখানে তুমি ইবাদতের জন্য দাঁড়াবে' (সূরা তাওবা: ১০৮)।

নতুন মসজিদ তৈরির জন্য মসজিদের নামে স্বত্ব করে জমি ক্রয় করতে হয়, কিংবা কোনো মুসলিম যদি মসজিদ নির্মাণের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করতঃ স্বত্ব ত্যাগ করেন; তবে সেখানে মসজিদ নির্মাণে বাধা নেই। দেখা গেছে, মসজিদে নববী যে স্থানে অবস্থিত; ওই জায়গাটির মালিক ছিল বনু-নাজ্জার গোত্রের সোহেল ও সহল নামে দুই বালক। তাদের অভিভাবক ছিলেন আনসারদের প্রধান 'আস'আদ ইবনে জোরারা'। আল্লাহর রাসূল সা:এই স্থানে মসজিদ নির্মাণের সঙ্কল্প করেছেন জেনে ইবনে জোরারা জায়গাটি মসজিদ তৈরির জন্য দান করতে চাইলেন। নবী করিম সা: এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে নাজ্জার গোত্রের প্রধানদের ডেকে তাদের সামনে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা পুনরায় ব্যক্ত করলেন এবং ওই ভূখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে তাদের অনুরোধ করলেন। অবশেষে জমির উপযুক্ত মূল্য নির্ধারিত হলো এবং রাসূল সা:- এর নির্দেশে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা: জমির মালিকদের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।জমির মালিকদের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। অতঃপর সেখানে আল্লাহর নবী মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তৈরির সময় মসজিদে নববী ছিল একটি সাধারণ খাঁচার মতো ইটের বেড়া দিয়ে ঘেরা; খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাঠ, আর ছাদ খেজুর গাছের ডালপালা। খায়বার যুদ্ধের পর মসজিদে নববীর আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। এরপর মসজিদে নববীর আরো বহু সংস্কার হয়েছে।

যুগে যুগে পৃথিবীর মসজিদগুলো মসজিদে নববীর মতো সংস্কার হয়েছে, তাতে দোষের কিছু নেই। মসজিদে নববীকেও সংস্কার করা হয়েছে, পবিত্র কাবা শরিফেরও সংস্কার হয়েছে। হজরত ওমর রা: যখন খলিফা, তখন মসজিদে নববীর আয়তন আরো বৃদ্ধি করা হয়। হজরত ওসমানের সময় মসজিদে নববীতে পাথর-চুন- সুড়কি দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়; আর শালকাঠে ছাদ করা হয়। মারওয়ান যখন মদিনার গভর্নর তখনো মসজিদে নববী কিছুটা সংস্কার করা হয়েছে। বাদশা ওয়ালিদের আমলে ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ৭০৬ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদটি সুশোভিত করে চার কোণায় চারটি মিনার স্থাপন করেন। এখন অবধি মসজিদে নববীকে বিভিন্ন ধাপে সংস্কার করা হচ্ছে।

সংস্কার সংস্কৃতিতে একটি মসজিদের আয়তন, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, উচ্চতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি হতে পারে, হতে পারে টেকসই পদ্ধতির মসজিদ। মসজিদ অঙ্গনে মক্তব-মাদরাসা, পাঠাগার ইত্যাদিরও অনুমোদন ইসলামী দলিলে প্রমাণিত হয়ে আসছে। তবে মসজিদ অঙ্গনে আধুনিক শপিংমল, মার্কেট, বাজার সৃষ্টিতে ওলামারা একমত হতে পারেননি। পুরনো মসজিদ ভেঙে সেই স্থানে বহুতল ভবন করে নিচতলায় শপিংমল, মার্কেট, দোকানপাট ইত্যাদি রাখার ফতুয়া কুরআন-হাদিসে তো পাওয়া যাবেই না, এমন কি এ ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদেরও কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। তবুও কোথাও কোথাও নিচতলায় মার্কেট, দোকানপাট রেখে উপর তলায় মসজিদ করতে দেখা যায়। এতে ভুল বোঝাবুঝির কারণে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে সংঘর্ষও হতে দেখা যায়। অনেকেই নিচতলায় মার্কেট রেখে উপর তলায় মসজিদ 'ঝুলন্ত পদ্ধতি'র পে দামেস্কের মসজিদ, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, চকবাজার মসজিদের উদাহরণ টেনে থাকেন। এসব মসজিদের বৈধতার বিষয়ে ইজতেহাদ করার অবকাশ রয়েছে।

হাদিস শরিফে এসেছে, পৃথিবীর মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ স্থান হচ্ছে মসজিদ। আর সবচেয়ে নিঃকৃষ্ট স্থান বাজার। মসজিদ অঙ্গনে সেই বাজার সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থাকতে পারে। ইসলামী চিন্তাবিদরা একমত হতে পেরেছেন যে, কোনো ভূখণ্ড যদি শুধু

মসজিদ তৈরির নিমিত্তে ওয়াকফ করা হয়, তাহলে ওয়াকফকৃত সেই স্থানে মসজিদ ছাড়া অন্য কিছু করা বৈধ হবে না। আর যদি ওয়াকফকরা হয় এভাবে যে, এই স্থানটিতে একটি বিল্ডিং করা হলে এর নিচতলা মার্কেট এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় তলা মসজিদের জন্য উৎসর্গ করা হবে। এভাবে মসজিদ তৈরি বৈধ হলেও ওলামাগণ সেটাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। আবার এভাবে জমি খরিদ করা হয় যে, এই জমির ওপর একটি বিল্ডিং তৈরি করা হবে, যার নিচতলা কিংবা উপরতলা মার্কেট হবে এবং বাকি অংশ মসজিদ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকবে। এতে মার্কেট থেকে যে রোজগার হবে, তা দিয়ে মসজিদের ব্যয় সঙ্কুলান হবে; ইমাম- মুয়াজ্জিনের বেতন পরিশোধ হবে। এরূপ সিদ্ধান্তে জমি খরিদ করার আগেই মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য মার্কেট করার উদ্দেশ্যে আলাদা করে জমি খরিদ করাই শ্রেয়। মনে রাখা যেতে পারে, মসজিদ কোনো ব্যবসায় বা কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান নয়। মসজিদের ব্যয় নির্বাহ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। এ বিষয়ে মসজিদে দান-খয়রাত করার ওপর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো স্থানে পূর্ব থেকে মসজিদ ছিল এখন সেই মসজিদ ভেঙে কিছু অংশে মার্কেট দোকানপাট করা আর কিছু অংশে মসজিদ করার সিদ্ধান্তে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। পূর্ব থেকে মসজিদ থাকা বা পুরনো মসজিদ ভেঙে মসজিদ সংস্কারের নামে শপিংমল-দোকানপাট করার বৈধতা কুরআন-হাদিসে আশা করা তো যায়ই না, এতে ওলামাগণও একমত হতে পারেন না। যে বিষয়ে একমত হওয়া যায় না, সেটা স্থগিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। এমনটা হলে দোষের নয় যে, মসজিদ চত্বরের বাইরে বা অন্য কোনো খানে মসজিদের নামে জমি খরিদ করা হয়েছে কিংবা দান হিসেবে পাওয়া গেছে, সেসব স্থানে মার্কেট তৈরি করে বৈধ ব্যবসার জন্য ভাড়া দিয়ে ভাড়ার সেই অর্থ দিয়ে মসজিদের ব্যয় নির্বাহ অবৈধ নয়। হাদিস শরিফে এসেছে রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন' (বুখারি ও মুসলিম)। এই হাদিসটি কি মসজিদ সংস্কারের নামে মসজিদের সাথে মার্কেট তৈরিতে নিরুৎসাহী করে না?

মুসলমানরা এত সঙ্কীর্ণ মানসিকতার হলো কেন যে, মসজিদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য মসজিদ ভেঙে সেখানে মসজিদ ও মার্কেট করতে হবে? বরং তাদের মানসিকতা হওয়া উচিত ছিল, মসজিদের সামনের অঙ্গনকে সম্প্রসারিত করে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা করা। একটু চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করলে দেখা যাবে; ছোট-বড় অনেক শহরেরই প্রাণকেন্দ্রে বড়-ছোট বহু ঈদগাহ মাঠ রয়েছে। সেখানে বছরে মাত্র দুই দিন নামাজ পড়া হয়ে থাকে। এত বড়-ছোট ঈদগা মাঠ যদি মাত্র দুই দিনের নামাজের জন্য ফেলে রাখা যায়, তাহলে যেখানে দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তে হয়, সেই মসজিদে মার্কেট বানানোর চিন্তা মুসলমানদের মাথায় আসে কিভাবে? আর যদি মসজিদ সংস্কারের নামে পুরনো মসজিদ ভেঙে একটা অংশকে মার্কেট বানানোর প্রথা চলমান হতে থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে ঈদগাহ মাঠগুলোকেও কী সংস্কারের নামে মার্কেট করে উপরের তলায় ঈদের জামাতের ব্যবস্থা হতে থাকবে! এমন হতে থাকলে ঈদগাহ মাঠে নামাজ আদায়ে যে খোলামেলা দৃশ্য ও সৌন্দর্য সেটা অদৃশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে চিন্তার সীমাবদ্ধতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মানুষের মধ্যে এরকম চিন্তার সীমাবদ্ধতা থাকলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠতে পারে। মুসলিম সমাজব্যবস্থায় মসজিদের যে আবেদন, নিচতলায় মার্কেট-শপিংমল- দোকানপাট রেখে উপরতলায় মসজিদ তৈরিতে পূরণ হয় না।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি :

ইসলামের বিধানে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও মুসলমানের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই মসজিদ নির্মিত হবে। সুনাম-সুখ্যাতি, সামাজিক প্রতিপত্তি প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতার কারণে মসজিদ নির্মাণ উচিত নয়। মসজিদ নির্মাণ সওয়াবের কাজ।

তবে মসজিদ নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা নিন্দনীয়। মহল্লাগত ও বংশীয় বিবাদের জেরে মহল্লাগত ও বংশীয় বিবাদের জেরে রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য না থাকার পরও মসজিদ নির্মাণ অনুচিত। গ্রামাঞ্চলে এর প্রবণতা বেশি হলেও গড়পড়তায় সারা দেশেই আলিশান

মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব মসজিদ নির্মাণে উঁচু উঁচু মিনার, নান্দনিক কারুকাজ ও একাধিক গম্বুজসহ নানা বিষয় যুক্ত করার হিড়িক পড়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায়ই এমনসব মসজিদ বানানো হচ্ছে, যেগুলো নির্মাণশৈলিতার দরুন লোকমুখে খ্যাতি অর্জন করছে। অনেকটা পাল্লা দিয়ে কিংবা প্রতিযোগিতা করে মসজিদের সৌন্দর্য বাড়ানো হচ্ছে। বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হলেও মুসল্লির সংখ্যা তুলনামূলক বাড়ছে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এটাকে কেয়ামতের আলামত বলে উল্লেখ করছেন। আলোচ্য বিষয়ে ইসলামি স্কলারদের অভিমত হলো, মসজিদ নির্মাণ কেয়ামতের আলামত নয়। কিন্তু মসজিদকে অতিরিক্ত কারুকাজময় এবং মুসল্লি কম তবুও লোক দেখানোর জন্য এবং অন্যদের সামনে অহংকার করার জন্য আলিশান মসজিদ নির্মাণ অবশ্যই কেয়ামতের আলামত। যা হজরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

তাই মসজিদকে অপ্রয়োজনীয় কারুকার্যমণ্ডিত করা, লোক দেখানোর জন্য বা অন্যদের সামনে অহংকার করার নিমিত্তে মসজিদ নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মসজিদের সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণ নিয়ে পরস্পর গর্ব না করবে ততক্ষণ কেয়ামত সংঘটিত হবে না।

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইসলামি স্কলাররা বলেছেন, মসজিদ নিয়ে অহংকারের অর্থ হলো, মসজিদের নির্মাণ, ডিজাইন, সাজসজ্জা, সৌন্দর্য, মসজিদ মিনার, ঝাড়বাতি, নানাবিধ সুবিধা ও ছাদের উচ্চতা ইত্যাদি নিয়ে গর্ব করা। যেমন এক লোক অপর লোককে বলল, আমার মসজিদ তোমার মসজিদ থেকে সুন্দর। আমার মসজিদের নির্মাণ তোমার মসজিদের নির্মাণ থেকে ভিন্ন ইত্যাদি। আর কোনো কোনো সময় এ জাতীয় অহংকার কাজের মাধ্যমে হয়- কথায় নয়। যেমন, প্রত্যেকে নিজ নিজ মসজিদ সুন্দর করা ও উঁচু করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করল, যাতে নিজের মসজিদ অপরের মসজিদের তুলনায়

অধিক প্রসিদ্ধ হয়। এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো- বাড়াবাড়ি পরিহার করা। কারণ, মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণের উদ্দেশ্য এটা হতে পারে না। মসজিদে নামাজ আদায়, জিকির-আজকার, দোয়া-দরুদ ও মহান আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা আবাদ করার জন্য।

অন্য বর্ণনায় আছে, হজরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা কোরআনে কারিমকে সুসজ্জিত করবে এবং মসজিদগুলোকে কারুকার্যমণ্ডিত করবে, তখন তোমাদের অবনতি এবং ধ্বংস অনিবার্য হবে।

হজরত আলি (রা.) বলেন, যখন কোনো জাতি মসজিদকে কারুকার্যমণ্ডিত করতে থাকবে, তখন তাদের আমল নষ্ট হবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোনো জাতির অপরাধ বেড়ে যায়, তখন তাদের মসজিদগুলো অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর করে বানানো হয়। আর মসজিদগুলোকে একমাত্র দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের সময়ই সৌন্দর্যমণ্ডিত করে বানানো হবে।

আগেই বলা হয়েছে, মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত- বন্দেগি ও যাবতীয় দ্বীনি কাজই শুধু সেখানে অনুমোদিত। শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করা, উৎসাহ দেওয়া এবং ইবাদত-বন্দেগির পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ মসজিদে কিংবা মসজিদকে কেন্দ্র করে করা যাবে না। আর মসজিদ নির্মাণ করেই দায়িত্ব শেষ, এটাও মনে করা যাবে না। যথাসম্ভব মসজিদকে আবাদ রাখতে হবে। মসজিদ তালাবদ্ধ করে রাখার জন্য নয়; বরং আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীনি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাকে প্রাণবন্ত করে রাখতে হবে।

ইসলামের সোনালি যুগে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে শুরু করে সামাজিক বিচার ও যুদ্ধের পরামর্শ পর্যন্ত সব কাজ মসজিদে অনুষ্ঠিত হতো। মসজিদে নববি ছিল নবী কারিম (সা.)-এর সচিবালয়ের মতো। এ জন্য কোরআনে কারিমে মসজিদের ব্যাপারে 'আবাদ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মসজিদ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।' -সুরা তওবা: ১৮

বর্ণিত আয়াতের আলোকে হাল সময়ে কয়টি মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে, তা বিবেচনার দাবি রাখে। দেশ-বিদেশের অনেক মসজিদ এখন পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এমনকি নারীরাও দেখার জন্য ভিড় করছে এসব মসজিদে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কেয়ামতের পূর্বে এমন অবস্থা হবে যে, বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করা হবে এবং লোকেরা এর ভেতর দিয়ে অন্যত্র যাতায়াত করবে। অথচ মসজিদকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা শরিয়তে নিষেধ। হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা মসজিদকে নামাজ আদায় ও জিকির-আজকার ছাড়া রাস্তা হিসেবে গ্রহণ করবে না।'-মুজামুল আওসাত: ৩১

কোনো কোনো আলেম বর্তমান সময়ে দেশের বিভিন্নস্থানে নির্মিত মসজিদ দেখতে মানুষের ভিড়কে লক্ষ্য করে এ হাদিস উল্লেখ করে থাকেন। তবে একান্ত প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করা যাবে।

তাছাড়া মসজিদ অধিকহারে সৌন্দর্যমন্ডিত করা অপচয়ের শামিল, যা নিষিদ্ধ। মসজিদ চাকচিক্য করা মুসলমানদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য হলো, আগের দিনের মসজিদগুলো ছিল কাঁচা, কিন্তু মানুষের ইমান ছিল পাকা, হৃদয় ছিল তাকওয়ায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে মসজিদগুলো অত্যাধুনিক টাইলস, গ্লাস, এসি, দামি পাথর, কার্পেট, রঙবেরঙের ঝাড়বাতি দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে, মুসল্লির পোশাক ও নামাজের স্থান হচ্ছে ঝকঝকে। কিন্তু দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ অন্তর হচ্ছে কলুষিত ও

ক্লেদপূর্ণ। তাকওয়া ও ইমানের পরিচর্যা না হয়ে চলছে কেবল বস্তুর পরিচর্যা এবং লৌকিকতার প্রতিযোগিতা। ইসলামের শিক্ষা হলো, সর্বাগ্রে নিজের হৃদয়কে ইমান ও তাকওয়ার আলো দ্বারা সজ্জিত করা, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার মাধ্যমে স্বচ্ছ ও সুন্দর করা।

এতো গেল মসজিদের বাইরের সাজসজ্জার কথা। মসজিদের ভেতরও এমনভাবে সাজানো জায়েজ নেই, যার কারণে মুসল্লিদের নামাজে মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটে এবং তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে চলে যায়। এ ধরনের সাজসজ্জা করা বৈধ নয়। তবে যদি এমন হয় যে, স্বাভাবিকভাবে মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন করে, তাহলে এ ধরনের কাজ নাজায়েজ নয়।

মসজিদ প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কিছু ফতোয়া:

মুসলিম থাকতে কোন কাফের মিস্ত্রী-শ্রমিক দ্বারা মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ২১/২০-৩৮)

মুসলিমদের (সামাজিক, রাজনৈতিক) কোন ক্ষতির আশঙ্কা না হলে মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকে-তারা খুশী হয়ে হালাল অর্থ সাহায্য দিতে চাইলে-গ্রহণ করা বৈধ। (ইবনে বায প্রমুখ, মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৩২/৯০)

মসজিদ নির্মাণ হবে মুসলিমদের নিজস্ব পবিত্র মাল দ্বারা। এতে যাকাত ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ, যাকাত হল গরীব-মিসকীন প্রভৃতি ৮ প্রকার খাতে ব্যয়িতব্য অর্থ। আর মসজিদ এ সব পর্যায়ে পড়ে না। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৮/১৫২)

ওয়াকফের যে কোনও বস্তু বিক্রয় করা যায় না, হেবা (দান) করা যায় না এবং কেউ তার ওয়ারিস হতেও পারে না। (বুখারী ২৭৩৭ নং, মুসলিম, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান)

অবশ্য যদি কোন ওয়াক্ফের জিনিস এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাতে কোন প্রকার উপকারই অবশিষ্ট না থাকে এবং তার তরমীম ও সংস্কার সম্ভব না হয়, অনুরুপ কোন মসজিদ সংকীর্ণ হলে এবং প্রশস্ত করার জায়গা না থাকলে সেই ওয়াক্ফ্ফ বা মসজিদের জায়গা বিক্রয় করে সেই অর্থে অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ। কারণ, কোনও মসজিদ বা স্থান খামাখা ফেলে রাখা নিষ্ফল।

ইবনে রজব বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ যে কথা স্পষ্টাকারে বর্ণিত হয়েছে তা এই যে, পোড়ো মসজিদ বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা অন্য মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। ঐ গ্রাম বা শহরে প্রয়োজন না থাকলে অন্য গ্রাম বা শহরে মসজিদ নির্মাণের খাতে ঐ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

মসজিদ স্থানান্তরিত করা সাহাবা কর্তৃকও প্রমাণিত। (এ ব্যাপারে ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১৫-৩১৭পৃ:, মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১০/৬৩, ২৩/৯৯, ২৪/৬০, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সউদী উলামা-কমিটি ২/৯ দ্রষ্টব্য)

পক্ষান্তরে মসজিদ পোড়ো না হলে, নামায পড়া হলে বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রয়োজন না পড়লে মসজিদ ভেঙ্গে অন্য কিছু (মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ইত্যাদি) করা বৈধ নয়, এমনকি ইমাম রাখার জন্য বাসাও নয়। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১০/৮১, ২৩/১০৩)

এক মসজিদের আসবাব-পত্র অন্য মসজিদে লাগানো বৈধ। মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে অথবা মসজিদের সম্পদ উদ্বৃত্ত হলে তা হতে সাধারণ কল্যাণ-খাতে; যেমন

ঈদগাহ্ বা দ্বীনী মাদ্রাসা নির্মাণ, কবরস্থান ঘেরা, এতীম- মিসকীনদের দেখাশুনা প্রভৃতি কাজে দান করা যায়। (ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১৬পৃঃ, মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৩/৩৬১, কিতাবুদ্দা'ওয়াহ্, ইবনে বায ২০৩পৃ:)

মসজিদের বর্ধিত স্থান মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের মান সমান। তাই তো মহানবী)ﷺ(এর নির্মিত মসজিদে নামায পড়ে যে সওয়াব লাভ হয়, বর্তমানে ঐ মসজিদের বর্ধিত স্থানসমূহে নামায পড়লেও ঐ একই পরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। অবশ্য প্রথম কাতারসমূহের ফযীলত তো পৃথক আছেই। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৫/৭২, ১৭/৬৯)

ইসলামের স্বর্ণযুগে যদিও মসজিদে নারী- পুরুষের মুসাল্লা পৃথক ছিল না তবুও বর্তমানে ফিতনা ও ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য মহিলাদের মুসাল্লা পৃথক করে মাঝে পর্দা দেওয়া দূষণীয় নয়। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৯/১৪৭) অবশ্য এই উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ও পৃথক দরজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। (আবুদাউদ, সুনান ৪৬২ নং)

মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সমবেত হয়ে অনুষ্ঠান করে ফিতে কেটে বা অন্য কিছু করে উদ্বোধন করা বিদআত। এ ধরনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাহায্য ও যোগদান করাও বৈধ নয়। যেমন বিশেষভাবে কোন নূতন (বা পুরাতন) মসজিদে নামায পড়ার জন্য দূর থেকে সফর করাও বৈধ নয়। যেহেতু কা'বার মসজিদ, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা (অনুরুপ কুবার মসজিদ) ছাড়া অন্য মসজিদের জন্য সফর বৈধ নয়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৩, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সউদী উলামা- কমিটি ১/১৮-১৯)

উপরতলায় মসজিদ ও নিচের তলায় বসত- বাড়ি অথবা নিচের তলায় মসজিদ ও উপর তলায় বসত-বাড়ি হলে কোন দোষের কিছু নয়। (ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু, ৩১৩পৃঃ)

তদনুরুপ উপর তলায় মসজিদ এবং নিচের তলায় দোকান ইত্যাদি করে তা ভাড়া দেওয়া এবং সেই অর্থ মসজিদের খাতে ব্যয় করা বৈধ। (ঐ ৩১৭পৃ:) অবশ্য ঐ সমস্ত দোকানে যেন হারাম ও অবৈধ কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় না হয়। নচেৎ হারাম ব্যবসায় দোকান ভাড়া দিয়ে নেওয়া অর্থ হারাম তথা মসজিদে তা লাগানো অবৈধ হবে। বলাই বাহুল্য যে, সূদী বাংক, মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, দাড়ি চাঁছার সেলুন, বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়, কোন অশ্লীল কর্ম প্রভৃতি করার জন্য দোকান বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হারাম। (আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন ১৪পৃ:)

মসজিদ দ্বিতল বা প্রয়োজনে আরো অধিকতল করা দূষণীয় নয়। তবে কাতার শুরু হবে ইমামের নিকট থেকে। যে তলায় ইমাম থাকবেন, সে তলা পূর্ণ হলে তবেই তার পরের তলায় দাঁড়ানো চলবে। (মাজাল্লাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৬/২৬০)

মসজিদ হবে সাদা-সিধে প্রকৃতির। এতে অধিক নকশা ও চাকচিক্য পছন্দনীয় নয়। অধিক কারুকার্য-খচিত ও রঙচঙে করা বিধেয় নয়।

আল্লাহর রসূল)ﷺ(বলেন, "আমি মসজিদসমূহকে রঙচঙে করতে আদিষ্ট হইনি।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অবশ্যই তোমরা মসজিদসমূহকে সৌন্দর্য-খচিত করবে, যেমন ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা (তাদের গির্জাগুলোকে) করেছে।' (আবুদাউদ, সুনান ৪৪৮ নং) অথচ তাদের অনুকরণ অবৈধ।

আনাস (রাঃ) বলেন, '(কিছু মুসলমান হবে) তারা মসজিদের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করবে। কিন্তু তা আবাদ করবে (নামায পড়বে) খুব কমই।' (ইআশা: ৩১৪৭ নং)

উমার (রাঃ) বলেন, 'খবরদার! মসজিদকে লাল বা হলুদ রঙের বানিয়ে লোকদেরকে (নামাযের সময়) ফিতনায় (ঔদাস্যে) ফেলো না।' (বুখারী, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৬৪২)

মহানবী)ﷺ(বলেন, "যখন তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে সৌন্দর্য-খচিত করবে এবং কুরআন শরীফকে অলঙ্কৃত করবে, তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে।" (ইআশা: ৩১৪৮ নং)

তিনি আরো বলেন, "মসজিদ (তার নির্মাণ- সৌন্দর্য) নিয়ে গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।" (আবুদাঊদ, সুনান ৪৪৯ নং) অর্থাৎ এ কাজ হল কিয়ামতের একটি পূর্ব লক্ষণ।

অবশ্য তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদে নববীর দেওয়াল নক্সা-খচিত পাথর ও চুনসুরকি দ্বারা নির্মাণ করেন। থামগুলোকেও নকশাদার পাথর দিয়ে তৈরী করেন। আর ছাদ করেন সেগুন কাঠের। (বুখারী ৪৪৬, আবুদাউদ, সুনান ৪৫১নং)

ইবনে বাত্ত্বাল প্রমুখ বলেন, মসজিদ নির্মাণে সুন্নত হল মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা এবং তার সৌন্দর্যে অতিরঞ্জিত না করা। হযরত উমার (রাঃ) নিজের আমলে বহু বিজয় ও ধন লাভ সত্ত্বেও তিনি মসজিদে নববীতে কিছু অতিরিক্ত বা বর্ধিত করেননি। খেজুর ডালের ছাত নষ্ট হয়ে গেলে তিনি তা নতুন করে তৈরী করেছিলেন মাত্র। অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর নিজের আমলে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে তিনি

মসজিদের কিছু সৌন্দর্য বর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু তাকে চাকচিক্য বা রঙচঙে বলা চলে না। এতদসত্ত্বে ও অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ইসলামে প্রথম মসজিদসমূহকে অধিক সৌন্দর্য-খচিত ও নক্সাদার করেন বাদশা অলীদ বিন আব্দুল মালেক। এ সময়টি ছিল সাহাবাদের যুগের শেষ সন্ধিক্ষণ। তখন ফিতনার ভয়ে বহু উলামা বাদশার কোন প্রতিবাদ না করতে পেরে চুপ থেকেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) প্রমুখ আহলে ইলমদের নিকটে মসজিদের তা'যীম প্রদর্শনার্থে চাকচিক্য করণে অনুমতি রয়েছে। (ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৬৪৪)

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মসজিদ নির্মাণ খুবই সওয়াবের কাজ। আল্লাহর প্রিয়বান্দা হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু শর্ত হলো, এতে অহমিকা, গৌরব থাকা যাবে না। মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। মসজিদ নিয়ে অহংকার করা কেয়ামতের আলামত। 'যতদিন লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব না করবে, ততদিন কেয়ামত হবে না।' (মুসনাদে আহমদ; সহিহুল জামে: ৭২৯৮; আবু দাউদ: ৪৪৯)

তাই উম্মাহর বিত্তশালীদের উচিত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় মসজিদ নির্মাণ করা। কারো সেই সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে সহযোগিতা করবে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মনিয়োগ করবেন একজন প্রকৃত মুমিন। মসজিদকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখবেন।

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ: ৪৫৫)

সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো- নামাজ কায়েম করা। যেহেতু মসজিদের সঙ্গে নামাজের সম্পর্ক। পথহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। মুসলিম ভাইদের এমনভাবে মসজিদমুখী করতে হবে, যেন তাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কারণ কেয়ামতের দিন সেসব মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে, যাদের অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মসজিদের প্রতি আন্তরিকতা বাড়িয়ে দিন। মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণে অংশীদার হওয়ার তাওফিক দান করুন, সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

রেফারেন্স:

১. মাসিক আত-তাহরীক

https://at-tahreek.com › article_details

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

২.Facebook · আন নূর

150+ reactions · 3 years ago

আন নূর - মসজিদ নির্মাণ ও আবাদের ফজিলত, মসজিদের আদব

৩.HadithBD

https://www.hadithbd.com › link

৪.Daily Nayadiganta

www.dailynayadiganta.com

৫. Islam House

https://d1.islamhouse.com › ...PDF

কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে মসজিদের ফযিলত, বিধি-বিধান

৬. দেশ রূপান্তর

www.deshrupantor.com

৭. Dhaka Mail

dhakamail.com

মসজিদ নির্মাণ করার সওয়াব